তারিখ ভোরের কাগজ

তারিখ 19 MAR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ভোরের কাগজ

স্থাপত্যে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে জটিলতায় গোটা বুয়েট অচল হওয়ার মুখে

আজ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ধর্মঘট আহ্বান

কাগজ প্রতিবেদক : স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে তৈরি জটিলতায় এখন গোটা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অচল হতে বসেছে। স্থাপত্য বিভাগের জন্য পৃথক ভর্তি পরীক্ষা দাবির সমর্থনে এবং এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের শিক্ষকদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার ছাত্র সংগঠনগুলা বুয়েটে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে। একই দাবিতে স্থাপত্য বিভাগের ধর্মঘটরত ছাত্রছাত্রীরা আগামী সপ্তাহে বৃহত্তর কর্মসূচিতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে। এ রকম একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ১০ দিন পর আগামী ২৯ মার্চ অনুষ্ঠেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি অনুষদের ১০টি বিভাগে ৭১৫টি আসনের জন্য প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা কতোটা স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অন্যদিকে স্থাপত্য বিভাগের পদত্যাগকারী ১৫জন শিক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরিত সম্মিলিত পদত্যাগপত্রটি সঠিক ও চূড়ান্ত কিনা তা জানতে চেয়ে বুয়েটের রেজিস্ট্রার গতকাল বুধবার চিঠি দিয়েছেন। গত ১৫ মার্চ এই শিক্ষকরা যৌথ স্বাক্ষরিত পদত্যাগপত্রে যে অভিযোগ এনেছেন তা ভিত্তিহীন বলে বুয়েটের সিন্ডিকেট অভিমত ব্যক্ত করেছে। চিঠিতে পদত্যাগকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তারা যে পদত্যাগপত্র দিয়েছেন সেটি সঠিক ও চূড়ান্ত কিনা তা ২৫ মার্চের মধ্যে জানতে হবে। এ চিঠির জবাব না পেলে পূর্বের পদত্যাগপত্রই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে, একথাও তাতে জানানো হয়

বুয়েটের সকল বিভাগের জন্য অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তের কারণে বর্তমান সমস্যার উদ্ভব হলেও ক্রমেই তা স্থাপত্য অনুষদের শিক্ষকদের সঙ্গে অন্যান্য প্রকৌশল অনুষদের শিক্ষকদের একটি প্রভাবশালী অংশের পাল্টাপাল্টিতে রূপ নেয়। স্থাপত্য অনুষদের শিক্ষকদের দাবি ছিল ডইঙ ও ডিজাইনকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের অনুষদের ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি যা গত ৩৫ বছর ধরে চালু রয়েছে তাই অব্যাহত রাখা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে একাডেমিক কাউন্সিল স্থাপত্য শিক্ষকদের দাবি কোনোমতেই মানতে রাজি নয়।

গতকাল বিকেলে বুয়েটে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলো : ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন ও স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য উপাচার্য প্রফেসর ইকবাল মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করে। কিন্তু বৈঠক ফলপ্রসু না হওয়ায় তারা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ধর্মঘট ডেকেছে।

পদত্যাগকারী স্থাপত্য শিক্ষক ও পেশাজীবীরা গতরাতে বৈঠক করেছেন। তারা আগামী শনিবার বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র, শিক্ষক, পেশাজীবী, অভিভাবকদের এক সমাবেশ ডেকেছেন। সেখান থেকে তারা বৃহত্তর কর্মসূচিতে যাবেন বলে জানা গেছে।

একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্থাপত্য বিভাগের ৩৬২ জন ছাত্রছাত্রী। তারা চলতি সেমিস্টারে রেজিস্ট্রেশন করায়নি। ফলে তাদের প্রত্যেকের শিক্ষাবর্ষ কমপক্ষে ৬ মাস পিছিয়ে যাচ্ছে। আগামী সপ্তাহ থেকে তারা বৃহত্তর কর্মসূচিতে যাবে বলে জানিয়েছে।

দেশের স্থপতিদের সংগঠন বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট গতকাল এক বিবৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সফল ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি বজায় রাখার জন্য বুয়েট কর্তৃপক্ষ ও সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। পদত্যাগকারী ১৫ শিক্ষক এক বিবৃতিতে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একাডেমিক কাউন্সিলের কতিপয় সদস্য শিক্ষকের 'অশিক্ষকসুলভ ও অসুস্থ মানসিক আচরনের' নিন্দা জানিয়ে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছেন।